বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য (Similarities and Dissimilarities between Vedic Brahmanic System of Education and Buddhistic System of Education)

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা উভয়ই ধর্ম থেকে উৎসারিত হয়েছিল। তা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই যেহেতু বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে, সেহেতু স্বাভাবিকভ উভয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও প্রতিবাদস্বরূপ যেহেতু বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেহেতু এই দুই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। নীচে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যব ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হ

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য (Similarities between Vedic Brahmanic system of Education and Buddhistic System of Education)

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা য এগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল:

1. **শিক্ষার লক্ষ্যগত সাদৃশ্য:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য মোক্ষলাভ এবং বৌ শিক্ষার লক্ষ্য নির্বাণ বা মুক্তিলাভ, এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া য বলতে গেলে এই দুটি লক্ষ্যই সমার্থক।
2. **শিক্ষণ পদ্ধতিগত সাদৃশ্য:** শিক্ষণ পদ্ধতিগত দিক থেকেও উভয় শিক্ষাব্যবস্থ মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই প্রধানত মৌখিক পদ্ধতি শিক্ষাদান করা হত।
3. **শিক্ষাব্যবস্থার ধরনগত সাদৃশ্য:** ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থ ছিল প্রধানত আবাসিক ও অবৈতনিক।
4. **ধর্মভিত্তিক সাদৃশ্য:**
   i. ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা- ব্যবস্থাই ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিল। উভ ক্ষেত্রেই ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে উন্নতির উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছি
   ii. ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষা- ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই কর্মের নীতি, পুনর্জন্মবাদ জন্ম মৃত্যুর চক্রকে স্বীকার করা হত।
5. **প্রণালীগত সাদৃশ্য:**
   i. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মুক্তিবাদ ও বৌদ্ধ শিক্ষার পরিনির্বাণবাদের মধ্যে প্রণালীগ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ii. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার চতুরাশ্রমের বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সঙ্গে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার ভিক্ষু, সংসার ত্যাগ ও পরিব্রাজকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

6. **গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক:** ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বেশ মধুর, পিতা-পুত্রের মতো।
7. **শিক্ষার পরিবেশগত সাদৃশ্য:** উভয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেই লোকালয়ের বাইরে একটি বিশেষ পরিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।
8. **ধর্মীয় অনুষ্ঠানগত সাদৃশ্য:** ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শুরু ও শেষ করার সময় বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা শুরু হত 'উপনয়ন' দিয়ে এবং শেষ হত 'সমাবর্তন' দিয়ে। অন্যদিকে বৌদ্ধ শিক্ষা শুরু হত 'প্রব্রজ্জা' দিয়ে এবং শেষ হত 'উপসম্পদা' নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।
9. **আর্থিক সহযোগিতাগত সাদৃশ্য:** ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।
10. **ভিক্ষাবৃত্তিগত সাদৃশ্য:** ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই শিক্ষার্থীকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হত। উভয় ক্ষেত্রেই ভিক্ষাবৃত্তি ছিল শিক্ষার্থীর ধর্মীয় কর্তব্যের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ এবং ভিক্ষার দ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার আংশিক ব্যয় নির্বাহ হত।
11. **আদর্শগত সাদৃশ্য:** ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই ত্যাগের আদর্শ পরিলক্ষিত হয়।
12. **নিয়মনীতিগত সাদৃশ্য:** ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়মনীতি ও সংযম পালন করে চলতে হত।
13. **অন্যান্য সাদৃশ্য:**
    i. বৌদ্ধ শিক্ষার মূল ভিত্তি 'সঙ্ঘজীবন' ব্রাহ্মণ্য আশ্রম জীবনেরই নব সংস্করণ।
    ii. উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনের ঊর্ধ্বে।
    iii. মঠ জীবনের কঠোরতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তপশ্চর্যারই নামান্তর।
    iv. বৌদ্ধদের ভিক্ষুত্ব ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস আশ্রমের সমতুল্য।
    v. গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, গুরুসেবা, কায়িক পরিশ্রম, ভিক্ষাবৃত্তি, উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই বিদ্যমান।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য (Dissimilarities between Vedic Brahmanic system of Education and Buddhistic system of Education)

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যেমন উপরোক্ত সাদৃশ্যগুলি রয়েছে, তেমন আবার কতকগুলি বৈসাদৃশ্যের দিকও রয়েছে। এই বৈসাদৃশ্যের দিকগুলি নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

1. **শিক্ষার প্রকৃতি:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বেশ জটিল প্রকৃতির। অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বেশ সহজ-সরল প্রকৃতির।
2. **শিক্ষার ভিত্তি:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুকুলকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে এক একজন গুরুকে কেন্দ্র করে এক-একটি আশ্রমিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সংঘভিত্তিক বা বিহারকেন্দ্রিক।
3. **শিক্ষার মাধ্যম:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সংস্কৃত ভাষা ছিল শিক্ষার মাধ্যম। অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা।
4. **পাঠ্যক্রমের বিষয়সমূহ:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বেদ, বেদাঙ্গ, গণিত ও জোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। কিন্তু অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সেবাধর্ম, লোকশিক্ষা ও চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত।
5. **চতুরাশ্রম প্রথা:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অপরদিকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় এই রকম কোনো প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় না।
6. **বেদ, অনুষ্ঠান, বর্ণাশ্রম:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বেদাশ্রয়ী ও বর্ণাশ্রমভিত্তিক। আর অন্যদিকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।
7. **শিক্ষাকেন্দ্রের কর্তৃত্ব:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার গুরুকুল ছিল গুরুর সম্পত্তি। কিন্তু, অপরদিকে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিহার ছিল সংঘের কর্তৃত্বাধীন।
8. **শিক্ষায় সর্বজনীনতা:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন ছিল না। কেন-না এই শিক্ষাব্যবস্থার সব শ্রেণির মানুষকে শিক্ষালাভের জন্য প্রবেশাধিকার দেওয়া হত না। বিশেষ করে শূদ্রদের জন্য শিক্ষার দ্বার সর্বদা বন্ধ থাকত। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে আলাদা আলাদা শিক্ষাদান করা হত। কিন্তু অপরদিকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষাগ্রহণের অধিকার দেওয়া হত।
9. **শিক্ষার গণতান্ত্রিকতা:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুকেন্দ্রিক। অর্থাৎ গুরুর কথাই ছিল শেষ কথা। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একনায়কতান্ত্রিক। কিন্তু, অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিষ্যদের কথাও শোনা হত। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।
10. **শিক্ষার প্রসারতা:** বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, অপরদিকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের বাইরেও নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শিক্ষার আন্তর্জাতিক আবেদন ছিল অনেক বেশি।
11. **নারীশিক্ষা:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় নারীশিক্ষা অবহেলিত হয়।

12. **গণশিক্ষা:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গণশিক্ষার ওপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গণশিক্ষার বিস্তারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
13. **জাতিভেদ প্রথা:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে পারতেন, কিন্তু, অপরদিকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো জাতিভেদ প্রথা ছিল না। যোগ্যতা থাকলে সকল শ্রেণির মানুষই এখানে শিক্ষালাভ করতে পারত।
14. **সমাবর্তন ও উপসম্পদ:** বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার 'সমাবর্তন' এবং বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার 'উপসম্পদা'-এই দুই-এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য ছিল। সমাবর্তন ছিল গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুষ্ঠান। কিন্তু অপরদিকে, 'উপসম্পদা' ছিল চিরতরে গৃহত্যাগের অনুষ্ঠান।

প্রাচীন ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Some famous Educational Institutions of India in Ancient Period)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম শিক্ষালয় বলতে পরিবার এবং গুরুকুলকে বোঝাত। কিন্তু যদি শিক্ষাকেন্দ্র বলা হয়, তাহলে যেখানে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হত, সেগুলিকে বোঝাত। উচ্চশিক্ষার এক প্রাচীন ধারা আমাদের ভারতবর্ষেও ছিল। যেমন, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগে তক্ষশীলা, বারাণসী, কাঞ্চী, মিথিলা, নবদ্বীপ ইত্যাদি শিক্ষাকেন্দ্রগুলি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতবর্ষের বুকে গড়ে উঠেছিল। অপরদিকে, বৌদ্ধ শিক্ষার যুগেও কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। যেমন—নালন্দা, বিক্রমশীল, বল্লভী, ওদন্তপুরী, জগদ্দল ইত্যাদি। সেই সময় আন্তর্জাতিক স্তরেও এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির, বিশেষ করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম ও কদর ছিল।

নিম্নে তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলা এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় (Taxila University)

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের উচ্চশিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে ছিল এই তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হলেও এটি বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। নিম্নে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল:

1. **ভৌগোলিক অবস্থান:** বর্তমান পাকিস্তানে রাওয়ালপিন্ডির নিকটবর্তী অঞ্চলে কাশ্মীর উপত্যকা ও সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল।